BNGE: 2nd Sem

Teacher's Name: Dr. Biswajit Podder

Topic: উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের স্বাদ-বিষয়-ব্যক্তিবৈচিত্র্য ফোটাতে যে বিশেষ শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার ঐশ্বর্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। এই উপন্যাসগুলির উৎসভূমি যতটা বাইরের পৃথিবী নয় যতটা তাঁর মনোভূমি। বাংলা উপন্যাসের মোড় ফেরাতে, নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে তাঁর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই স্বীকৃত হবে। মাত্র 16-17 বছর বয়সে একটি কিশোরীর জীবনের সারকথা নিয়ে 'ভারতী' পত্রে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধারণকে অসাধারণের কোঠায় তুলে ধরার দক্ষতা তাঁর পরবর্তীকালের বৈশিষ্ট্য। আঙ্গিক বিচারে 'করুণা' সাধারণ বেদনার গল্প প্রায় কোথাও জমে উঠতে পারেনি। বিষয়ভেদে তাঁর অন্য উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগগুলি হল -

1> ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস -

a) বউঠাকুরানীর হাট (1883)

b) রাজর্ষি (1887)

2> দ্বন্দ্বমূলক

a> চোখের বালি (1903) (বঙ্গদর্শনে 1308-09)

b) নৌকাডুবি (1906)

c) যোগাযোগ (1929)

3> বৃহত্তর সমস্যামূলক

a> গোরা (1910)

b> ঘরে বাইরে (1915)

c) চার অধ্যায় (1934)

4> মিস্টিক ও রোমান্টিক -

a) চতুরঙ্গ (1915)

b> শেষের কবিতা (1929)

c) মালঞ্চ (1934)

d) দুইবোন (1933)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যাঁরা উপন্যাস বা 'রমন্যাস' লিখতেন তাঁদের প্রধান অবলম্বন ইতিহাসাশ্রয়ী অবাধ কল্পনা। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের সেই অবাধ কল্পনাকে বস্তুভিত্তিক তথ্য ও শৃঙ্খলাপূর্ণ কল্পনা দ্বারা সংযত করে উৎকৃষ্ট সাহিত্য কর্মে নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস দুটি রচনা করেন। প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করে প্রতাপাদিত্যকে তিনি উদ্ধত, অবিনয়ী, মূঢ়, নির্মম, অপরিনামদর্শী রূপে চিত্রিত করেছেন। আধুনিক গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে প্রতাপ মোগলের কাছে বন্দী হয়ে আগ্রায় নীত হবার সময় প্রায়োপবেশনে প্রানত্যাগ করেন। তাই তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগে। পরবর্তীকালে কবিগুরু সর্বগ্রাসী 'ইম্পিরিয়ালিজম' কে কঠোর নিন্দা করেছেন। তাই প্রতাপাদিত্যে প্রচন্ড ক্ষুধার হানিকর প্রাচুর্য দেখেছিলেন তিনি। ঠিক একই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটকদ্বয় রচনা করেন।

Scanned with CamScanner

'রাজর্ষি' ত্রিপুরা রাজবংশের কাহিনী। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য যিনি দেবীমন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাজ-পুরোহিত রঘুপতির ঘোরদ্বন্দ্ব, ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের সুযোগসন্ধানী ষড়যন্ত্র। সেই কাহিনীর যথার্থ নাট্যরূপ 'বিসর্জন'। উপন্যাসে বা নাটকে লেখক শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন।

'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মননদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি মানুষের অন্তরমহলে-'আঁতের কথাকে' টেনে বের করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিনী, কুন্দনন্দিনীর ছায়াই যেন চোখের বালির এই বিনোদিনী। বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি যে দুর্নিবার আকর্ষণ তাই-ই শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' এর কিরণময়ী চরিত্রাঙ্কনের প্রেরণা। এইসব চরিত্রের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই 'উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি: বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ড: জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণে আসে- 'বৈধব্য হয়তো প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় একধরনের অরক্ষণীয় নারীত্বের জায়গা, তাই কৌমার্যের তুলনায় বৈধব্যের দিকে অবাঞ্ছিত হাত দ্রুত প্রসারিত হয়'। চোখের বালির কয়েক বছর পরই 1906 সালে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' প্রকাশিত। রমেশ-নলিনাক্ষ-কমলার তরল রোমান্স কাহিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা কাহিনীর সকল সমস্যা ও জটিলতার ভিত্তি, একথা বহুল হলেও অবিশ্বাস্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জটিল চরিত্রের আরেকটি উপন্যাস 'যোগাযোগ' (1929) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'তিন পুরুষ' নামে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরের' নিরাসক্তি এখানে বজায় রাখতে পারেননি। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও তার পরিনাম উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'গোরা' (1910) অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবিগুরু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বড় নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন শুধু বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা নয়। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী ও ভারতীয়দের জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি। স্বাদেশিক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদী হিংসা, স্বাদেশিয়ানার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভলালসা, হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা উগ্র হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে ধ্বংস করেছিল। এই উগ্রজাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। এই উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর জীবনসমস্যা উদারতর মানববোধের পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। সেদিক থেকে এটি ইউরোপীয় Epic Novel এর সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' কথ্যভাষায় লিখিত 'সবুজপত্র'-যুগের মননশীল উপন্যাস। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের ত্রিকোণ প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখানে অগ্রসর হয়েছে। 'ঘরে বাইরের' বেশ কিছু পরে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর আপন স্বরূপ কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তারই মর্মন্তুদ কাহিনী হল 'চার অধ্যায়' (1934)। অতীন্দ্র ও এলার সেই ব্যর্থতার কথা এখানে মাত্র চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চতুরঙ্গে' শচীশ-দামিনীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনকে কেবল মনোবিজ্ঞানের দ্বারা আলোচনা করা যায়না। চেতন মনের অন্তরালে যে রসধারা বহমান, আমাদের দেশের আউল-বাউল-সহজিয়ারা যে রসের রসিক সেই তত্ত্বে বিশ্বাসী শচীশ লীলানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে রূপজগৎকে অরূপজগতে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। অপর পক্ষে দামিনী শচীশকে রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার মধ্যে দিয়ে কামনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতায়' সমাজ-সংসার-ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব নেই। আছে কেবল শিলংয়ের ছায়াঘন নিবিড় পাইনবন। – 'For gods sake, hold your tongue and let me love' শেষের কবিতার এই রোমান্টিকতার পদ্ধতি প্রসারিত হয়েছে তাঁর 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চে'। নারী দুই রূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে – প্রিয়া ও জননী রূপে। এই তত্ত্বই 'দুইবোনের' শর্মিলা, ঊর্মিমালা, শশাঙ্কের কাহিনীতে বিবৃত। এই সমস্যার আর একটি ভিন্ন দিক প্রসারিত হয়েছে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নীরজা, সরলা, আদিত্যের জীবনে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত: কবি। ভাবরসেই তাঁর আত্মার মুক্তি। তাঁর অনেক উপন্যাসই বাস্তব চিত্র পরিত্যাগ করে কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতায় মুগ্ধ, কিন্তু শিক্ষিতসমাজে তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা বেশী। যাহোক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও যে একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম এবং বাংলা উপন্যাসের নতুন দিক নির্দেশক তাতে সন্দেহ নেই।

—o—

Scanned with CamScanner